দৈনিক
ইত্তেফাক 12 Report
তারিখ 19 JAN 2008
পৃষ্ঠা 7 কলাম

শিক্ষা ভবনে ঘুষ বাণিজ্য এখনও বন্ধ হয়নি

॥ নিজামুল হক ॥

দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ছুটে আসা নিরীহ শিক্ষকদের হয়রানি, নানা টালবাহানা করে অর্থ আদায়ের চালচিত্র মোটেও বদলায়নি শিক্ষাভবনে। ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়তে চায় না। ঘুষ আদায়ে শিক্ষাভবনের কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের নির্দয় আচরণে গ্রামের দরিদ্র শিক্ষকরা বড়ই অসহায়। শিক্ষকরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন, ঘুষ দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ বেশ কয়েকটি পদে শিক্ষকরা দায়িত্ব পালন করলেও এখানে এসে তাদের আচরণ বদলে যায়। হয়রানির শিকার শিক্ষকরা বলেন, শিক্ষক হয়েও শিক্ষকদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণে তাদের হাত কাঁপে না।

এখন ঘুষের ধরন পাল্টিয়েছে। টাইম স্কেল, বদলি পদোন্নতি এমপিওভুক্তি করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন শিক্ষকরা

গত কয়েকদিন শিক্ষাভবনে ঘুরে নিরীহ শিক্ষকদের চোখে-মুখে শুধু হতাশা ও ক্ষোভই দেখা গেছে। যে কাজ আপনা থেকেই হওয়ার কথা, সেই কাজ করতে হয়েছে ঘুষ দিয়ে।

"শিক্ষাভবনের ইট পাথরও ঘুষ চায়" শিক্ষাভবন সম্পর্কে এমন ধারণা বহু পুরনো। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অনিয়ম করেও শিক্ষাভবনের দুর্নীতিবাজরা পার পেয়ে যাচ্ছে বলেই দুর্নীতি কমছে না।

অনিয়ম ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়ার কারণেই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক এক মহাপরিচালককে পুলিশ প্রহরায় শিক্ষাভবন থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ঘুষ গ্রহণকালে হাতেনাতে শিক্ষাভবনের অনেক কর্মকর্তা গ্রেফতার হয়েছেন।

রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকাকালে সিবিএ নেতা ও ক্ষমতাসীন দল সমর্থিত কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন শিক্ষাভবনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। শিক্ষাভবনের মহাপরিচালকের সঙ্গে তাদের ছিল সখ্যতা। মহাপরিচালক ও শিক্ষাভবনের অন্যান্য অধিদপ্তরের পরিচালকদের বদলি এবং পদোন্নতিতে সিবিএ নেতাসহ শিক্ষক সংগঠনের নেতারা জড়িত ছিলেন। এ কারণেই শিক্ষাভবনের কর্মকর্তারা সিবিএ নেতা এবং শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে নিয়েই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে ঘুষ গ্রহণ ছিল ওপেন সিক্রেট। উপকার করার বিনিময়ে প্রকাশ্যেই টাকা দাবি করত কর্মকর্তারা এবং শিক্ষকরা তা দিতে বাধ্য থাকতেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে শিক্ষা ভবনে ঘুষ গ্রহণের মাত্রা কমেনি, ধরন পাল্টেছে মাত্র। শিক্ষক সংগঠনের নেতারা এখন আর ঘুষ গ্রহণের তেমন সুযোগ পাচ্ছেন না বটে, তবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিভিন্ন কৌশলে ঘুষ গ্রহণ করছেন প্রতিনিয়ত।

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শিক্ষা ভবনের কর্মকর্তারা এখন আর সরাসরি টাকা দাবি করেন না। আগে টাকা দিয়ে সঠিক সময়ের মধ্যে কাজ করা যেত। (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ভবনে

(প্রথম পৃঃ পর)

এখন তারা ফাইল আটকে রাখেন। ফলে তাদের মাসের পর মাস ঘুরতে হয়। এক সময় টাকা দিতে বাধ্য হন অসহায় শিক্ষকরা। এছাড়া অফিসের বাইরে এমনকি কর্মকর্তার বাসায় গিয়েও কর্মকর্তাদের টাকা দিয়ে আসতে হয়। টাইম স্কেল, বদলি, পদোন্নতি, প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি করতে গিয়ে শিক্ষকরা বেশি হয়রানির শিকার হন।

গত কয়েকদিন শিক্ষা ভবন ঘুরে দেখা গেছে, প্রতিদিনই শিক্ষকরা অসহায়ের মতো শিক্ষা ভবন চত্বরে ঘুরছেন। কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা হলে তারা জানান, টাইম স্কেলের জন্য তারা দীর্ঘ ৬ মাস ধরে শিক্ষা ভবনে আসছেন। শিক্ষা ভবনের কর্মকর্তারা তাদের ঘোরাচ্ছেন। শিক্ষকরা পরিচয় জানাতে রাজি হননি। তারা জানান, তাদের নাম প্রকাশ হলে কোনদিনই টাইম স্কেল পাওয়া যাবে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কুষ্টিয়ার একটি স্কুলের শিক্ষক জানান, টাইম স্কেলের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসে ৬ মাস আগে কাগজপত্র জমা দিয়েছি। কিন্তু শিক্ষাভবনে এসে জানা গেল , এখানে কোন কাগজপত্র আসেনি। তিনি জানান, এখানকার কর্তব্যরত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অনেক কর্মকর্তা বদলি হয়েছেন। তারা কোথায় কাগজপত্র রেখেছেন তা বলতে পারছি না। সেই কর্মকর্তা নতুন করে কাগজপত্র জমা দিতে বলেছেন।

রফিকুল ইসলাম নামে এক শিক্ষক টাইম স্কেলের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছেন ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে। তিনি জানান, এ নিয়ে সাতবার ঢাকায় এসেছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না আসলে শিক্ষা ভবনে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। তারপর কর্মকর্তাদেরও পাওয়া যায় না। তিনি জানান, হয়তো টাকা পয়সা দিতে হবে বলেই ফাইল আটকে রেখেছে।

আমজাদ হোসেন নামে এক শিক্ষক পিরোজপুর থেকে টাইম স্কেলের কাগজপত্র জমা দিতে এসেছেন। তিনি জানান, প্রথমে আমাকে শিক্ষা ভবনে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে নিজের কাজ করতে পারিনি। তিনি জানান, আমার এক সহকর্মী দীর্ঘ ২ বছর ধরে টাইমস্কেলের জন্য ঘুরছেন। কিন্তু এখনো কাজ হয়নি।

এভাবে প্রতিদিন বদলি, পদোন্নতি ও প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে এসে হয়রানির শিকার হচ্ছেন শতাধিক শিক্ষক। তাদের অভিযোগ, শিক্ষা ভবনে অনিয়ম ও ঘুষ প্রদান নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা মেনে নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিক্ষা ভবনের প্রতিটি রুমেই ঘুষের আদান প্রদান হয়। বেশিরভাগ কর্মকর্তাই পিয়ন ও অফিস সহকারীর মাধ্যমে ঘুষ গ্রহণ করে। সাবেক জোট সরকারের আমলে গড়া সিন্ডিকেট এখনো অনেকটা সক্রিয় বলে সূত্র জানায়।

জানা যায়, শিক্ষাভবনে নির্দিষ্ট কিছু কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পিয়ন রয়েছে যারা নিয়মিত ঘুষ নিচ্ছে। তারা মোবাইল বা অন্য কোন উপায়ে শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা শিক্ষকদের বলেন, আপনার কাজটি হতে সময় লাগবে। ধারাবাহিকভাবে করতে গেলে কমপক্ষে ৬ মাস সময় লাগবে। কিন্তু আপনি চাইলে দ্রুত মহাপরিচালকের কাছে ফাইল পাঠানো হবে। এভাবে উক্ত শিক্ষকের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা দাবি করা হয়।

শিক্ষা ভবনের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে চলছে অনিয়ম ও দুর্নীতি। অভিযোগ রয়েছে, পরিদর্শন কর্মকর্তারা কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়ার আগে তাদের কাছে চিঠি পাঠান না। কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে তাকে বলা হয়, দু'মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা দিলে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। নিজের অপরাধ চাপা দিতে শিক্ষক-কর্মকর্তারা পরিদর্শন কর্মকর্তাদের দাবি অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করেন। কোন শিক্ষক টাকা দিতে ব্যর্থ হলে তার কাছে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট চাওয়া হয়। তাৎক্ষণিক তিনি সার্টিফিকেট দেখাতে ব্যর্থ হলে সেই শিক্ষকের নিয়োগ অবৈধ বলে ঘোষণা দেন এবং তদনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরিদর্শনকালে খরচের যাবতীয় অর্থ নিরীক্ষা অধিদপ্তর থেকেই দেয়া হয়। কিন্তু কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকেন বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেন। এছাড়া ঢাকার বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করতে গেলে হোটেল ভাড়া, খাওয়া -দাওয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে বহন করতে হয়। অথচ এ খরচগুলো নিরীক্ষা অধিদপ্তর থেকেই দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক মাহফুজা বেগম জানান, আগে অনিয়ম-দুর্নীতি থাকতে পারে। আমি মাত্র কয়েকদিন ধরে দায়িত্ব পালন করছি। কোন অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রশ্রয় দেয়া হবে না বলে তিনি জানান।

সূত্র জানায়, নিরীক্ষা অধিদপ্তরে সকল কর্মকর্তা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন। কয়েকজন কর্মকর্তা রয়েছে যারা দীর্ঘদিন ধরে এ পদে চাকরি করছেন। দুর্নীতির সঙ্গে তারাই জড়িত।

শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পেও চলছে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি। শিক্ষার মানোন্নয়নে এসব প্রকল্পে বরাদ্দ কোটি টাকার বেশি হলেও ঠিকমতো এসব অর্থ খরচ হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রকল্পে নানা অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আগে এ প্রকল্পে যথেষ্ট দুর্নীতি ছিল। এখন নেই।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কে এম আওরঙ্গজেব বলেন, দুই মাস পূর্বে এ পদে নিয়োগ পেয়েছি। এ সময়ের মধ্যে কোন শিক্ষক হয়রানির শিকার হননি। তবে এর আগে অনিয়ম ও দুর্নীতি হতে পারে। তিনি বলেন, কারো বিরুদ্ধে কোন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি জানান, এ অধিদপ্তরের আওতায় ৩ লাখ ৭১ হাজার ৮১৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের। এ কাজ করতে গিয়ে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। তিনি বলেন, কারো কোন অভিযোগ থাকলে অভিযোগ বক্সে জমা দিতে হবে। অভিযোগের বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় বলে তিনি জানান।